দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাসের চেয়ে আসন সংখ্যা বেশি

খুলনার কলেজগুলোতে এবার সোয়া লক্ষাধিক আসন খালি থাকবে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

এবার খুলনা বিভাগের কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রের অভাবে এক লাখ ৩২ হাজার আসন বেশি থাকবে। আর গ্রামের কলেজগুলোতে ছাত্র সংকট বেশি হবে। যশোর বোর্ড সূত্রে জানা যায়, এবার এসএসসিতে যশোর বোর্ড থেকে মোট ৭২ হাজার ২শ' ৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে। বোর্ডের অধিন ৪শ' ৮৯টি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স আছে। কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আসন সংখ্যা হচ্ছে দুই লাখ ৪ হাজার ৩শ'টি। বিজ্ঞান বিভাগে আসন সংখ্যা ৬০ হাজার ৭শ' ৫০টি। বিজ্ঞান বিভাগে মোট পাস করেছে ১৩ হাজার ৪শ' ৭৬ জন। কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগে ৪৭ হাজার ২শ' ৭৪টি আসন শূন্য থাকবে।

বাণিজ্য বিভাগে কলেজগুলোতে আসন-সংখ্যা ৭১ হাজার ৪শ'টি। এ বিভাগে পাস করেছে ৩৫ হাজার ৩৮ জন। বাণিজ্য বিভাগে ৩৬ হাজার ৩শ' ৬২টি আসন শূন্য থাকবে। মানবিক বিভাগে কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ৭২ হাজার ১৫০টি। এ বিভাগ থেকে পাস করেছে ২৩ হাজার ৭শ' ৫৭ জন। মানবিক বিভাগেও ৪৮ হাজার ৩শ' ৯৩টি আসন শূন্য থাকবে।

খুলনা শহরের সরকারি আজম খান কমার্স কলেজ, মজিদ মেমোরিয়াল সরকারি কলেজ, বয়রা সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর সরকারি এমএম কলেজ, বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, যশোর সরকারি সিটি কলেজ, যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ, ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ, মাগুরা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য চাপ থাকবে।

পাশাপাশি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজ, শৈলকুপা সরকারি ডিগ্রী কলেজ, মহেশপুর সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরার তালা সরকারি কলেজ, কলারোয়া সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ সরকারি নুরুন্নেহার মহিলা কলেজ এবং কুষ্টিয়ার আমলা সরকারি কলেজে ছাত্রের অভাবে বহু সংখ্যক আসন শূন্য থাকতে পারে। এছাড়াও উপজেলা সদরের বেসরকারি কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী মিলবেও ইউনিয়ন পর্যায়ের গ্রামীণ কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর অভাব প্রকট হতে পারে। এ সকল কলেজে তিনটি বিভাগে দেড়'শ করে মোট আসন সংখ্যা সাড়ে ৪'শ আছে। মানবিক বিভাগে কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মিলবেও বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক বিভাগে খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মিলবে।

এদিকে গ্রামের কলেজগুলোর শিক্ষকদের ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী জোগাড়ে মাঠে নামিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। স্ব স্ব কলেজে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করছেন তারা। জিপিএ - ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কদর বেশি। নানান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দিচ্ছেন। শৈলকুপা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্রী জোগাড়ে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। যশোর বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে নামি ভাল সরকারি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া। তিনি বলেন, কলেজগুলোতে আসন না বাড়িয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত।